দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৩৫

053

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নকল রোধের দায়-দায়িত্ব

ম্যাজিস্ট্রেট আহত। কর্তব্য-পালনে এগিয়ে যিনি প্রতিহত-হ হতে হয়েছে তাঁকে, শিকার হতে হয়েছে শারীরিক নির্যাতনের। কর্তব্যটি ছিল অপ্রিয়, নকল ধরার। টঙ্গী সরকারী কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার হলে ছাত্রের কাছে নকল পেয়ে তাকে বাহ-ষ্কার করতে গেলে আকস্মিক-ভাবে হলের বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খন্ডে ম্যাজিস্ট্রেট জনাব নরুল ইসলাম শারীরিক ক্ষতবিক্ষত হন। টঙ্গী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

ঘটনার জের হিসাবে মিনিট পনের পরীক্ষা বন্ধ থাকে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব হাসানউদ্দীন সরকারের হস্ত-ক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

নকল এখন পরীক্ষার অনিবার্য অনুসঙ্গে পরিণত। অনেকটা জীবনধারী মানুষের আলো-হাওয়া গ্রহণের মত। এ কারণে নকল প্রচলনের প্রথম দিকে জন-মন যেমন বিস্মিত, ব্যথিত ও হতাশ হয়েছিল—আজ আর তেমন নয়। এর অর্থ একে যে মেনে নেয়া হয়েছে, তা নয়। এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মন—গা-সওয়া হয়ে যাওয়ার মত। সয়ে যাওয়ার কারণে জ্বালা কমে গেছে—কিন্তু অস্বস্তি কিছুমাত্র কমেনি। বরং বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ক্ষতের তুলনা চলে শূন্যে ঝুলন্ত এক অনন্ত কাল্পনিক গহবরের সঙ্গে। যার থেকে রক্ষা নেই, পরিত্রাণ নেই। এই নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে যে নৈরাজ্যের কারণে, তার রূপ-বদল যে ঘটেনি, তা বললে অ-সত্য বলা হবে। প্রথম প্রথম যে মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রশ্নোত্তর বলে দেয়া হত অথবা সদম্ভে দলবল নিয়ে পরী-ক্ষার হলে গিয়ে বই-খাতা সর-বরাহ করা হত, তা আজ অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এই শালী-নতাটা কেবল শহরাঞ্চলে বিশেষ করে রাজধানীতে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নকল প্রকাশ্য ও দুর্বারভাবে আজও চলে।

নকলের এই বৈষম্য ও এমন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ-কাল 'কেন্দ্র' কোথায়, তা জানতে চায় ইন্টারভিউতে অনেক ক্ষেত্রে।

'নকল' এখন কোনও এক স্তরে সীমিত নয়। এসএসসি থেকে ডিগ্রী, মাস্টার্স অবধি এর ব্যাপক বিস্তার। এমনকি মেধা-পরীক্ষাতেও। প্রাইমারী ও জুনিয়র স্কলারশিপ। নকল প্রবেশ করেছে আইন পরীক্ষায়, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ছোট-বড় পরীক্ষায়—এমনকি উচ্চতর চাক-রির প্রতিযোগিতামূলক পরী-ক্ষায় পর্যন্ত। কারণ হিসাবে অ্যামেচার গবেষক বা সৌখিন চিন্তাবিদরা বলেন—এ হচ্ছে সংক্রামক।

নকল নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা হচ্ছে। মেলা সভা-সেমিনার, মিটিং-কনফারেন্স, প্রবন্ধ-ফিচার। কিন্তু তার পরেও সব বিফল কেন—কেন কেউ ভাল পরামর্শ কানে তুলছে না? কেন নকল আরও বেড়ে চলেছে, আরও বাড়ছে? কেন একদিন যাঁরা প্রতিবাদী ছিলেন, কদিন পরে তাঁরাই নীরব হয়ে যাচ্ছেন? কেন অপরের বেলা মুখর হলেও নিজের বেলা মৌনতা অবলম্বন করছেন?

মানবচরিত্র। সমাজ-বিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন, এ মানুষের ইতিহাসের প্রতিফলন— মানুষ সুবিধাবাদী; 'অপরচুন মোমেন্-টের' সন্ধানে থাকে, তারপর সব নীতিবাক্য ছেঁড়া পোশাকের মত বদলে দরকারী পোশাক পরে। মনোবিজ্ঞানীরা হয়ত আরও একধাপ সংবেদনশীল হবেন—মানুষের মন 'উদ্দেশ্যে'র মধ্যেই 'ইন্টারেস্ট' লাভ করে। তাই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যে পদ্ধতি যত সহজ ও ত্বরিৎ—সেই পদ্ধতিই জনমানসের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নকলের অপ্রতি-হত প্রসারের এ-ও অন্যতম কারণ হতে পারে।

'কারণ' হিসাবে সবই যথার্থ। সব 'কারণ'-এর সমন্বয়েই নক-লের এমন তুঙ্গে অবস্থান। দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস, পরিসংখ্যান—সর্বত্রই নকলের জন্য আছে বিশ্লেষণের অজস্র উপাদান। কিন্তু এরও পরে জিজ্ঞাসা জাগে—সেই সহজ সূত্রটি কোথায়, যে সূত্রে বলে—কারণ নির্ণয় হয়ে গেলেই নাকি সমা-ধানের পথ পাওয়া যায়?

২৫শে নবেম্বরের দৈনিক বাংলার খবরে জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষানিয়ন্ত্রক জনাব দলিলউদ্দীন মন্ডল বলেছেন, "নকল সরবরাহ করার জন্য মিনিবাস ভাড়া করে ফটোস্ট্যাট মেশিন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার মত ঘটনাও ঘটেছে।" কোন কেন্দ্র বা কোন বছর—পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তার উল্লেখ করেননি। করেননি বোধ হয় এ কারণে যে এমন একটি পরীক্ষা কেন্দ্র মোটামুটিভাবে সকল প্রান্ত অঞ্চলের, এমনকি শহরতলী অঞ্চলেরও, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিচ্ছবি।

কেন্দ্র বড় কথা নয়—বড় কথা ঘটনার অভিনবত্ব ও দুর্জয় সাহস এবং পরিকল্পনা ও আয়োজনের স্পর্ধা। এই উদ্যোগই প্রমাণ করে—নকলের অগ্রগতির মাত্রার।

কিন্তু এ তো মাত্র নকলের চিত্র বা চিত্রের খতিয়ান। নকলের সুরাহার জন্য কী পন্থা, তা-ই আজ জানা দরকার। বিজ্ঞ, বিশা-রদ, বিদগ্ধ জনেরা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা নকলমুখী হয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের প্রবণতা যে নক-লের হাজারো কারণের মধ্যে একটি, এ অস্বীকারের নয়, কিন্তু আবার স্বীকার করতেও কষ্ট হয়। কেন শিক্ষার্থী নকলে উৎসাহী? কে তাকে যোগান দিচ্ছে এমন পরিবেশের? কেন সে পারছে নকলের আশ্রয়ী হতে? সেই বাহুবল, অর্থ, সংগঠন, সরঞ্জাম সে কোথায় পায়?

প্রশ্ন আরও আছে। কেন ছাত্রছাত্রী শ্রেণীকক্ষে পাঠে বীত-শ্রদ্ধ বা অনীহ? কেন তার জন্য বহু ব্যয়, অধ্যবসায়, শ্রম ও প্রচেষ্টায় তৈরি পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের প্রতি সে বৈরী বা নিস্পৃহ? কেন বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জনে এমন পরাঙ্মুখতা? এর জবাবেই আছে তার নকলে সচেষ্ট হওয়ার ব্যাখ্যা। যেহেতু সে পড়বে না, [illegible] সে [illegible] করবে। [illegible] এই মৌলিক প্রশ্নের [illegible] গেলেই সমাজ কিছুটা [illegible] হতে পারে।

পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার কথাও শুনেছি। কিন্তু মূলে প্রশ্ন হলো, নকলের এমন অবাধ গতি কেন? তার জবাব অন্যত্র। হঠাৎ করে বিগত দেড়যুগে নকল এমন করে পেখম মেলার হেতু কি, কেন সামাজিক ও প্রশাসনিক সকল চিন্তা-ভাবনা, সক্রিয়তা ও তৎপরতা সত্ত্বেও নকলের এমন অব্যাহত যাত্রা, এই জিজ্ঞাসাটিই মুখ্য।

পরীক্ষার্থীদের মন-মানসি-কতাকে দায়ী করে, অভিভাব-কের প্রবণতাকে একচোটিয়া ঠুকে, শিক্ষক-পরীক্ষকদের একতরফা তিরস্কার করে যেমন লাভ নেই—তেমন ফায়দা নেই, কেন্দ্র, বোর্ড বা স্কুল-কলেজকে কটাক্ষ করে। অপরাধের কাঠগড়ায় যদি দাঁড়াতেই হয়, যদি নয়—দাঁড়াতে হবেই, তাহলে সমবেত হতে হবে একযোগে সকলকেই। যে যেখানেই আছি—সকলকেই। সকলকে এ তথ্য মানতে হবে—এই ব্যাপারে আপন-পর বা উঁচু-নিচু ভেদাভেদ জিইয়ে সুবিধা-মাফিক কাজ করলে হিতের চেয়ে অহিত হবে বেশীই।

দায়িত্ব আছে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন অথবা দায়হীনদেরও। নইলে কর্তব্য পালনে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ ম্যাজিস্ট্রেট বা বোর্ডের কর্তৃপক্ষ অথবা কেন্দ্রের নিষ্ঠাবান কর্তা-ব্যক্তি বা কর্মচারী নাজেহাল হবেন, আর সর্বসাধারণ শুধু তা শুনে আলোচনার খোরাক পাবেন—এমন চলতে দেয়া শুভ নয়। শুভ নয় নকলকারী ও নকলছাড়া কেন্দ্রের উত্তীর্ণ পরী-ক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবগত বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ দেয়া-ও।

পুরনো কথাটিই ফের মনে করতে হয়—এ সমাজে এমন কোনও স্তর নেই, যেখানে অপরাপর স্তরের অশুভ ফলাফল স্পর্শ করে না। এর কারণ কোনও কোনও কারণে আমাদের কারও কারও ধারণা যা-ই হোক—আসলে বিচ্ছিন্ন কেউ নই, ওত-প্রোতভাবে জড়িত আমরা সকলেই।

—হোসনে আরা শাহেদ